ভোরের কাগজ

৮ মাস থেকে ১ বছর পিছিয়ে গেলো ঢা.বির ছাত্রছাত্রীরা

কাজী সাইফুদ্দিন : আবারো তীব্র সেশনজটের কবলে পড়েত যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। দীর্ঘ ৬৭ দিন বন্ধ থাকার পর আগামী ৩ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় খুললে প্রায় ৮ মাস থেকে ১ বছরের সেশনজট দেখা দেবে বলে প্রশাসনিক ভবন সূত্রে জানা গেছে। ৬৭ দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদ ও ইনস্টিটিউটের নির্ধারিত রুটিনের প্রায় দেড় শতাধিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা জীবন প্রায় ১ বছর পিছিয়ে পড়তে পারে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ৬৭ দিনে কলা, সামাজিক বিজ্ঞান এবং আইন অনুষদের ৭০টি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের বিএ ও বিএসএস ২০০১ সালের ২য় বর্ষের পরীক্ষা এবং এমএ ও এমএসএস ২০০০ সালের ফাইনাল পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। এছাড়া আইন অনুষদের এলএলএম কোর্স 'এ' পরীক্ষা-২০০০ এবং এলএলএম কোর্স 'বি' ১৯৯৮ সালের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। বিজ্ঞান অনুষদ এবং বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের প্রায় ৩০টি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে বলে বিজ্ঞান ও বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ সূত্রে জানা গেছে। এ ছাড়াও অন্যান্য অনুষদ ও ইনস্টিটিউটের প্রায় অর্ধশতাধিক পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। গত ২৪ জুলাই থেকে বিভিন্ন অনুষদের পূর্বনির্ধারিত কোনো পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি।

প্রসঙ্গত, গত ২৩ জুলাই শামসুন্নাহার হলে পুলিশি বর্বরতার পরদিন সকালে ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং উপাচার্য ও প্রোক্টরের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলে। মূলত ২৪ জুলাই ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের মধ্য দিয়ে পূর্বনির্ধারিত রুটিন পরীক্ষা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সকল

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

৮ মাস থেকে ১ বছর পিছিয়ে গেলো ঢা.বির

● প্রথম পাতার পর

অনুষদের পূর্বনির্ধারিত পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। ২৪ জুলাইয়ের পর থেকে এ পর্যন্ত আর কোনো পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮ মাস থেকে ১ বছরের সেশনজট সৃষ্টি হবে বলে ঢাবির শিক্ষকরা মন্তব্য করেছেন।

প্রাণ রসায়ন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বলেন, ৬৭ দিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় যে সেশনজট সৃষ্টি হয়েছে তা নিরসনে প্রায় ৬ মাস থেকে ১ বছর সময় লাগবে।

কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহ বলেন, অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে দীর্ঘদিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় যে সেশনজট সৃষ্টি হয়েছে তা আমরা দ্রুত কমিয়ে আনার চেষ্টা করবো। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর সকল বিভাগের চেয়ারম্যানদের সঙ্গে আলোচনা করে যতো দ্রুত সম্ভব পূর্বনির্ধারিত পরীক্ষাগুলো নিতে চেষ্টা করবো।

সেশনজট এবং কতোগুলো পরীক্ষা এ পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে এ সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোঃ আব্দুল লতিফের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি এ ব্যাপারে কিছুই বলেননি।

প্রসঙ্গত, ২৩ জুলাই গভীর-রাতে শামসুন্নাহার হলে ছাত্রীদের ওপর পুলিশি হামলার প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপক আন্দোলনের মুখে তৎকালীন উপাচার্য ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী ২৭ জুলাই রাতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও আবাসিক হল বন্ধ করে দেন। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন থেমে থাকেনি। তারা উপাচার্য ও প্রোক্টরের পদত্যাগের দাবিতে আমরণ অনশন শুরু করে। আমরণ অনশনের তৃতীয়দিনে ৩১ আগস্ট ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী পদত্যাগ করেন। এরপর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দার। তিনি এক সপ্তাহের মধ্যে অবরুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিয়ে দ্রুত ক্লাস ও পূর্বনির্ধারিত পরীক্ষা নেওয়ার কথা বললেও তা করেননি। এরপর দীর্ঘ ২৮ দিন পর ২৯ জুলাই সিন্ডিকেটের সভায় ৮ আগস্ট হল এবং ১১ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার ঘোষণা দেন। কিন্তু ৪ আগস্ট সিন্ডিকেটের এক জরুরি সভায় বিশ্ববিদ্যালয় খুললে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে— এই আশঙ্কা ব্যক্ত করে দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত রিপোর্টের অজুহাত দেখিয়ে খোলার পূর্বনির্ধারিত তারিখ আবারো অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮ হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা জীবনকে চরম অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দেওয়া হয়। এরপর ছাত্রছাত্রীরা তাদের নির্বিঘ্ন শিক্ষাজীবনের দাবিতে আবারো বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সর্বশেষ গত ১৪ সেপ্টেম্বর সিন্ডিকেটের সভায় আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর সকল আবাসিক হল এবং ৩ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ৩ অক্টোবর খুলে দেওয়া হলে তার এক সপ্তাহের মাথায় ১২ থেকে ২০ অক্টোবর আবার দুর্গাপূজার ছুটিতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সেশনজট সৃষ্টি হয়েছে তার দুর্ভোগ পোহাতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮ হাজার ছাত্রছাত্রীর।

ইংরেজি বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র মৃত্যুঞ্জয় সেশনজট সম্পর্কে বলেন, সরকারের নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় দিনের পর দিন বন্ধ রেখে আমাদের সুন্দর ভবিষ্যৎকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চরম অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিচ্ছেন।